হংসগীতা।

শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন

কর্ত্তৃক অনূদিত

বর্দ্ধমান।

বঙ্গাব্দ ১৩২২

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

PRINTED BY G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
91-2, Machua Bazar Street, Calcutta.

PUBLISHED BY
Gurudas Chatterje
of
Gurudas Chatterje & Sons
201. Cornwalis Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের অন্তর্গত হংসগীতার সারগর্ভ উপদেশগুলি মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইলেও সাধারণের পক্ষেও ইহা পরম উপকারী বলিয়া, দেশহিতৈষী মহামান্য বর্দ্ধমানাদিপ্রদেশাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত স্যার বিজয়চন্দ মহতাব্ K. C. S. I. K. C. I. E. I. O. M. মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে শ্লোকগুলি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া সাধারণের উপকারার্থ প্রচার করিলাম। ইহা দ্বারা সমাজের অণুমাত্র উপকার হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

তাং ১৫ই আষাঢ়। ১৩২২ সন।

রাজবাটী } বর্দ্ধমান

শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন
প্রধান সভা পণ্ডিত।

হংসগীতা।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন।

সত্যং দমং ক্ষমাং প্রজ্ঞাং
প্রশংসন্তি পিতামহ।
বিদ্বাংসো মনুজা লোকে
কথমেতন্মতং তব ॥ ১ ॥

ক্ষমা, প্রজ্ঞা, সত্য আর ইন্দ্রিয় দমনে
আদরে সংসার মাঝে সদা সুধী জনে।
পিতামহ! এ বিষয়ে নিজ অভিপ্রায়
কিরূপ, প্রকাশি তাহা বলুন আমায় ॥ ১॥

ভীষ্ম উবাচ।

ভীষ্ম কহিলেন।

অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যেঽহমি-
মিতিহাসং পুরাতনম্।

সাধ্যানামিহ সম্বাদং
হংসস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২ ॥

হংসসহ সাধ্যগণ প্রাচীন সময়ে
করিল যে আলোচনা এই তত্ত্ব ল'য়ে।
বলিতেছি ইতিহাস সেই পুরাতন
যুধিষ্ঠির! মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥

হংসো ভূত্বাহথ সৌবর্ণ
স্ত্বজো নিত্যঃ প্রজাপতিঃ।
সবৈ পর্য্যেতি লোকাং স্ত্রী-
নথ সাধ্যানুপাগমত্ ॥ ৩ ॥

কোন কালে প্রজাপতি বিভু সনাতন
সুবর্ণের হংসরূপ করিয়া ধারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই নিখিল ভুবন
সাধ্যগণ সমীপেতে উপনীত হন ॥ ৩ ॥

সাধ্যা উচুঃ।

সাধ্যগণ কহিলেন।

শকুনে! বয়ংস্ম দেবা বৈ
সাধ্যাস্ত্বা মনুযুঙ্‌ক্ষ্মহে।
পৃচ্ছামস্ত্বাং মোক্ষধর্ম্মং
ভবাংশ্চ কিল মোক্ষবিৎ ॥ ৪ ॥

সাধ্য নামে দেবগণ আমরা ধরায়
সম্ভাষণ করি খগ! সাদরে তোমায়।
সুদুর্গম্য মোক্ষধর্ম্ম জিজ্ঞাসি তোমারে
তুমি শ্রেষ্ঠ মোক্ষবিৎ বিদিত সংসারে॥ ৪॥

শ্রুতোঽসিনঃ পণ্ডিতো ধীরবাদী
সাধু শব্দশ্চরতে তে পতত্রিন্।
কিং মন্যসে শ্রেষ্ঠতমং দ্বিজ! ত্বং
কস্মিন্ মনস্তে রমতে মহাত্মন্॥ ৫॥

শুনিয়াছি হে বিহগ! তুমি সুপণ্ডিত
ধীরবাদী সাধু নামে জগতে বিদিত।
কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর তুমি মনে
কোন্ পথে যাও নিজ চিত বিনোদনে॥ ৫॥

তন্নঃ কার্য্যং পক্ষিবর প্রশাধি
যৎ কর্ম্মণাং মন্যসে শ্রেষ্ঠমেকম্।
যৎ কৃত্বা বৈ পুরুষঃ সর্ব্ববন্ধৈ
র্বিমুচ্যতে বিহগেন্দ্রেহ শীঘ্রম্॥ ৬॥

সর্ব্ব কার্য্য মধ্যে যাহা জান হে প্রধান
সেই কর্ম্ম আচরিতে কর শিক্ষা দান।
যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুরুষ ধরায়
সর্ব্ব বন্ধ হতে শীঘ্র মুক্ত হ'য়ে যায়॥ ৬॥

হংস উবাচ।

হংস কহিলেন।

ইদং কার্য্যমমৃতাশাঃ শৃণোমি
তপোদমঃ সত্যমাত্মাভিগুপ্তিঃ।
গ্রন্থীন্ বিমুচ্য হৃদয়স্য সর্ব্বান্
প্রিয়াপ্রিয়ে স্বংবশমানয়ীত ॥ ৭ ॥

তপঃ, দম, সত্য আর আত্মসঙ্গোপন
কার্য্য এই, দেবগণ! করিহে শ্রবণ।
হৃদয়ের গ্রন্থি সব করি বিমোচন
সুখ দুঃখ নিজ বশে কর আনয়ন ॥ ৭ ॥

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াঽস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাম্ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মভেদী যাতনায় দহি'ও না নরে
বলনা নিষ্ঠুর কথা ভাবি তুচ্ছ কা'রে।
যে বাক্যে পরের মন ব্যাকুল করিবে
হেন পাপবাণী মুখে কভু না আনিবে ॥ ৮ ॥

বাক্ শায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।

পরস্য নামর্ম্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেত্ পরেষু ॥ ৯ ॥

মুখ হতে বাক্যবাণ হয় বিনিঃসৃত
পরমর্ম্মস্থলে শুধু হইতে নিহিত।
যাতনায় জ্বলে সদা আহত যে জন
হেন বাক্য জ্ঞানী জন না কহে কখন ॥ ৯ ॥

পরশ্চেদেন মতিবাদবাণৈ
র্ভৃশং বিধ্যেচ্ছম এবেহ কার্য্যঃ।
সংরোষ্যমাণঃ প্রতিহৃষ্যতে যঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরস্য ॥ ১০ ॥

অপরে তোমায় যদি কঠোর বচনে
বিঁধে অবিরত তবু থেক শান্ত মনে।
পর-অবমানে যেবা থাকে হৃষ্টচিত
সেজন কাড়িয়া লয় পরের সুকৃত ॥ ১০ ॥

ক্ষেপায়মাণ মভিষঙ্গ ব্যলীকং
নিগৃহ্নাতি জ্বলিতং যশ্চ মন্যুম্।
অদুষ্টচেতা মুদিতোহনসূয়ুঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরেষাম্ ॥ ১১ ॥

বৃথা ক্লেশপ্রদ সদা বিক্ষেপ কারণ
যেজন প্রদীপ্ত ক্রোধ করে নিবারণ।
নির্ম্মলহৃদয় হৃষ্ট অহঙ্কাররহিত
সেজন কাড়িয়া লয় পরের হৃকৃত॥ ১১ ॥

আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিত্
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যম্।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদ্ যত্ ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জ্জব মানৃশংস্যম্॥ ১২ ॥

নীরবে সহিয়া যাই পরের আক্রোশ
তাড়নায় করি ক্ষমা নাহি জানি রোষ।
ক্ষমা, সত্য, সরলতা অপরুষ ভাবে
শ্রেষ্ঠ বলি আর্য্যগণ গণিয়াছে ভবে॥ ১২ ॥

বেদস্যোপনিষত্ সত্যং
সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ।
দমস্যোপনিষন্মোক্ষ
মেতত্ সর্ব্বানুশাসনম্॥ ১৩ ॥

বেদের পরম তত্ত্ব সত্যকে জানিবে
সত্যের পরম তত্ত্ব দমকে বুঝিবে।
দমের পরম তত্ত্ব হয় মোক্ষ ধন
জানিবে ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের শাসন ॥ ১৩ ॥

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
বিধিত্‌সাবেগমুদরোপস্থবেগম্‌।
এতান্‌ বেগান্‌ যোবিষহেত্তুদীর্ণান্‌
তংমন্যেঽহং ব্রাহ্মণং বৈ মুনিঞ্চ॥ ১৪ ॥

স্বেচ্ছাচার, প্রতিহিংসা, বাক্য বেগ আর
উদর উপস্থ বেগ, ক্রোধ দুর্নিবার।
যে জন করিতে পারে সহজে দমন
তাঁহাকেই মুনি বলি, তিনিই ব্রাহ্মণ॥ ১৪ ॥

অক্রোধনঃ ক্রুধ্যতাং বৈ বিশিষ্ট
স্তথাতিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষান্মানুষো বৈ বিশিষ্ট
স্তথাঽজ্ঞানাজ্‌ জ্ঞানবিদ্‌বৈ বিশিষ্টঃ॥ ১৫ ॥

ক্রোধী হতে ক্রোধহীন জন গরীয়ান্‌
অসহিষ্ণু জন হতে তিতিক্ষু প্রধান।
অমানুষ হতে শ্রেষ্ঠ মানুষ নিশ্চয়
অজ্ঞ জন হতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান্‌ হয়॥ ১৫ ॥

আক্রুশ্যমানোনাক্রুশ্যেন্‌
মন্যুরেনং তিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দ্দহতি
সুকৃতং চাস্য বিন্দতি॥ ১৬ ।

আক্রুষ্ট হইয়া কভু করো না আক্রোশ
বিফল হয়না কভু তিতিক্ষুর রোষ।
আক্রোশকারীরে উহা করিবে দহন
করিবে তাহার সব সুকৃত গ্রহণ॥ ১৬॥

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহরূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বা হতোন প্রতিহন্তিধৈর্য্যাত্।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তু
স্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্॥ ১৭

তিরস্কারে ভাল মন্দ নাহি বাক্য জাত
আহত হইয়া নাহি করে প্রত্যাঘাত।
ধৈর্য্যবলে মন্দ চিন্তা না করে অরির
দেবতার স্পৃহণীয় জগতে সে ধীর॥ ১৭॥

পাপীয়সঃ ক্ষমেতৈব
শ্রেয়সঃ সদৃশস্যচ।
বিমানিতো হতোত্ক্রুষ্ট
এবং সিদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ১৮॥

পাপী কিম্বা শ্রেষ্ঠ কিম্বা সদৃশ তোমার
আঘাত যদ্যপি করে কিম্বা তিরস্কার।
কিম্বা করে অপমান, ক্ষমা করো সবে
এই ভাবে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হবে॥ ১৮॥

সদাঽহমার্য্যান্নিভৃতোঽপ্যুপাসে
নমে বিধিত্‌সোত্‌সহতে ন রোষঃ।
ন চাপ্যহং লিপ্সমানঃ পরৈমি
ন চৈব কিঞ্চিদ্‌ বিষয়ে নয়ামি ॥ ১৯ ॥

আর্য্যজনে সদা আমি করি উপাসনা
প্রতিহিংসা কিম্বা রোষ আমার হয় না।
লোভী হয়ে কারো কাছে না করি গমন
মোহিত করে না মোরে বিষয় গহন ॥ ১৯ ॥

নাহং শপ্তঃ প্রতিশপামি কঞ্চিদ্‌
দমং দ্বারং হ্যমৃতস্যেহ বেদ্মি।
গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাত্‌ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিত্‌ ॥ ২০ ॥

শাপ দিলে প্রতিশাপ দিই না কাহারে
অমৃতের দ্বার দম জানি এ সংসারে।
এই গুহ্য ব্রহ্ম তত্ত্ব কহি তোমা সবে
মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি ভবে ॥ ২০ ॥

নির্মুচ্যমানঃ পাপেভ্যো
ঘনেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ।
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্‌
ধীরো ধৈর্য্যেণ সিধ্যতি ॥ ২১

পাপ হতে বিনির্মুক্ত হইবে যখন
মেঘ হতে বিনির্মুক্ত চন্দ্রমা যেমন।
প্রতীক্ষিয়া কাল মাত্র, অনন্যসাধন
ধৈর্য্যবলে ধীর সিদ্ধি লভিবে তখন॥ ২১॥

যঃ সর্ব্বেষাং ভবতি হ্যর্চনীয়
উৎসেধনস্তম্ভ ইবাভিজাতঃ।
যস্মৈ বাচং সুপ্রসন্নাং বদন্তি
সবৈ দেবান্ গচ্ছতি সংযতাত্মা॥ ২২ ॥

সকলের পূজনীয় হন যেই জন
বিশ্বের আশ্রয়স্তম্ভ তিনি সুশোভন।
যাঁহার উদ্দেশে লোক মিষ্ট কথা কয়
সংযতাত্মা সেই মহাত্মা দেবভাব পায়॥ ২২॥

ন তথা বক্তুমিচ্ছন্তি
কল্যাণান্ পুরুষে গুণান্।
যথৈষাং বক্তুমিচ্ছন্তি
নৈর্গুণ্য মনুযুঞ্জকাঃ॥ ২৩ ॥

ইঁহাদের দোষচয় করিতে প্রকাশ
ছিদ্রান্বেষী মানবের যেমন প্রয়াস।
ইহাঁদের কমনীয় গুণ সমুদয়
প্রকাশ করিতে তত ইচ্ছা তাঁর নয়॥ ২৩॥

যস্য বাঙ্‌মনসী গুপ্তে
সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
বেদাস্তপশ্চ ত্যাগশ্চ
স ইদং সর্ব্বমাপ্নুয়াত্ ॥ ২৪ ॥

অসৎ-সংসর্গ হতে দূরে অবস্থিত
বাক্য যাঁর মন যায় সদা প্রণিহিত।
স্বাধ্যায় তপস্যা আর ত্যাগের যে ফল
সমস্তই সেই জন লভে অবিকল ॥ ২৪ ॥

আক্রোশনাবমানাভ্যাং
নাবুধান্ গর্হয়েদ্‌বুধঃ।
তস্মান্ন বর্দ্ধয়েদন্যং
নচাত্মানং বিহিংসয়েত্ ॥ ২৫ ॥

অবোধে আক্রোশ কিম্বা যদি অবমান
করে, না নিন্দিবে তারে কদাপি বিদ্বান্।
অনুরোধে পড়ি কারো যশ না গাহিবে
এরূপে আপন হিংসা কভু না করিবে ॥ ২৫ ॥

অমৃতস্যেব সন্তৃপ্যে
দবমানস্য পণ্ডিতঃ।
সুখং হ্যবমতঃ শেতে
যোঽবমন্তা স নশ্যতি ॥ ২৬ ॥

লোকে তৃপ্তি কর যথা অমৃত ভোজন
অবমানলাভে তথা তৃপ্ত বুধ জন।
অবমত জন থাকে সুখেতে শয়িত
অবমানকারী কিন্তু হয়ে থাকে হত॥ ২৬॥

যত্ ক্রোধনোযজতি যদ্ দদাতি
যদ্বাতপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
বৈবস্বতস্তদ্ধরতেঽস্য সর্ব্বং
মোঘঃশ্রমো ভবতি হি ক্রোধনস্য॥ ২৭ ॥

যজন, হবন কিম্বা তপস্যা বা দান
ক্রোধী ব্যক্তি যাহা কিছু করে অনুষ্ঠান।
যমরাজ সব তার করেন হরণ
ক্রোধীর কেবল শ্রম হয় অকারণ॥ ২৭॥

চত্বারি যস্য দ্বারাণি
সুগুপ্তান্যমরোত্তমাঃ।
উপস্থমুদরং হস্তৌ
বাক্ চতুর্থী স ধর্ম্মবিত্॥ ২৮ ॥

উপস্থ, উদর, বাক্য আর পাণি দ্বয়
এ চারিটী দ্বার যার সুরক্ষিত হয়।
নিশ্চয় জানিও ওহে সুরোত্তমগণ
নরলোকে ধর্ম্মজ্ঞানী সেই মহাজন॥ ২৮॥

সত্যং দমং হ্যার্জ্জব মানৃশংস্যং
ধৃতিং তিতিক্ষামতিসেবমানঃ।
স্বাধ্যায়নিত্যোঽস্পৃহয়ন্ পরেষা
মেকান্তশীল্যূর্দ্ধগতির্ভবেত্ সঃ ॥ ২৯ ॥

সত্য, সরলতা, দম, আনৃশংস্য, ধৃতি,
তিতিক্ষা এ সকলের প্রতি যাঁর রতি।
পরদ্রব্য পরাঙ্মুখ, বেদাধ্যায়ী যিনি
এ সংসারে ঊর্দ্ধগতি লভিবেন তিনি ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বাংশ্চৈনাননুচরন্
বত্সবচ্চতুরঃস্তনান্।
ন পাবনতমং কিঞ্চিত্
সত্যাদধ্যগমং ক্বচিত্ ॥ ৩০ ॥

গোবৎস অনুগ যথা চারিটী স্তনের
অনুগামী আমি তথা এ সব গুণের।
বিশেষ জেনেছি আমি খুঁজিয়া সংসার
সত্য হতে শুদ্ধিকর নাহি কিছু আর ॥ ৩০ ॥

আচক্ষেঽহং মানুষেভ্যো
দেবেভ্যঃ প্রতি সঞ্চরন্।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং
পারাবারস্য নৌরিব ॥ ৩১ ॥

ইচ্ছামত বিচরণ করি যথা তথা
মনুষ্য ও দেবগণে বলি এই কথা।
পারাবার পার হতে তরণী সমান
দুর্গম স্বর্গের পথে সত্যের সোপান ॥ ৩১ ॥

যাদৃশৈঃ সন্নিবসতি
যাদৃশাংশ্চোপসেবতে।
যাদৃগিচ্ছেচ্চ ভবিতুং
তাদৃগ্ ভবতি পূরুষঃ ॥ ৩২ ॥

যেরূপ লোকের সনে কাল যা'পে নরে
যাদৃশ জনের তারা উপাসনা করে।
যে আদর্শ সমতুল্য হইতে বা চায়
আগ্রহের বলে তারা সেই গতি পায় ॥ ৩২ ॥

যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং
তপস্বিনং যদি বা স্তেনমেব।
বাসো যথা রঙ্গবশং প্রয়াতি
তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি ॥ ৩৩ ॥

অসাধু অথবা সাধু যোগী বা তস্কর
যে জন যাহার সেবা করে নিরন্তর।
রঙ্গের রশতাপন্ন বস্ত্রের মতন
তাহারি শাসনাধীন হবে সেই জন ॥ ৩৩ ॥

সদা দেবাঃ সাধুভিঃ সম্বদন্তে
ন মানুষং বিষয়ং যান্তি দ্রষ্টুম্।
নেন্দুঃসমঃ স্যাদসমোঽহি বায়ু
রুচ্চাবচং বিষয়ং যঃ স বেদ ॥ ৩৪ ॥

সাধুসহ সম্ভাষণে রত দেবগণ
ভোলাতে না পারে ধন তাঁহাদের মন।
ইন্দুসহ তুলনীয় নহেক পবন
উচ্চ নীচ সুবিদিত হন বুধ জন ॥ ৩৪ ॥

অদৃষ্টং বর্ত্তমানেতু
হৃদয়ান্তর পূরুষে।
তেনৈব দেবাঃ প্রীয়ন্তে
সতাং মার্গস্থিতেন বৈ ॥ ৩৫ ॥

পরম পুরুষ যবে নির্ব্বিকার হয়ে
বিরাজিত শান্তরূপে নিভৃত হৃদয়ে।
সাধুজনাশ্রিত পথে রহেন যখন
দেবকৃপালাভ তাঁর হয় গো তখন ॥ ৩৫ ॥

শিশ্নোদরে যে নিরতাঃ সদৈব
স্তেনানরা বাক্‌পরুষাশ্চ নিত্যম্।
অপেত-দোষানপি তান্ বিদিত্বা
দূরাদ্দেবাঃ সম্পরিবর্জ্জয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

নিরন্তর শিশ্ন আর উদরের তরে
ব্যস্ত যারা, কটুভাষী চৌর্য্যবৃত্তি করে।
হলেও নিষ্পাপ বৈধ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে
দেবতা বঞ্চিত তারা চিরদিনি তরে॥ ৩৬॥

ন বৈ দেবা হীনসত্ত্বেন তোষ্যাঃ
সর্ব্বাশিনা দুষ্কৃতকর্ম্মণা বা।
সত্যব্রতা যেতু নরাঃ কৃতজ্ঞা
ধর্ম্মে রতাস্তৈঃ সহ সম্ভজন্তে॥ ৩৭ ॥

নীচ বুদ্ধি সর্ব্বভুক্ দুষ্কৃত যে জন
দেবতা তাহার প্রতি কভু তুষ্ট নন।
সত্যব্রত ধর্ম্মরত কৃতজ্ঞ যে নর
দেবতা সদাই তুষ্ট তাহার উপর॥ ৩৭॥

অব্যাহৃতং ব্যাহৃতাচ্ছ্রেয় আহুঃ
সতং বদেদ্ ব্যাহৃতং তদ্দ্বিতীয়ম্।
ধর্ম্মং বদেদ্ ব্যাহৃতং তত্ তৃতীয়ং
প্রিয়ং বদেদ্ ব্যাহৃতং তচ্চতুর্থম্॥ ৩৮ ॥

অসত্য বচন হতে মৌন শ্রেষ্ঠতর
সত্য কথা বলে যদি তাও শ্রেয়স্কর।
ধর্ম্মকথা বলা সদা লোকের উচিত
প্রিয়কথা বলা সদা সর্ব্বাংশে বিহিত॥ ৩ ॥

সাধ্যা ঊচুঃ।

সাধ্যগণ কহিলেন।

কেনায়মাবৃতো লোকঃ
কেন বা ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি
কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি॥ ৩৯

আবৃত কিসের দ্বারা এই লোক হয়
কি হেতু বা বল ইহা অপ্রকাশ রয়।
মিত্রজনে পরিহার করে কি কারণে
কিবা অন্তরায় হয় স্বরগ প্রাপণে॥ ৩৯॥

হংস উবাচ।

হংস কহিলেন।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকো
মাৎসর্য্যান্ন প্রকাশতে।
লোভাত্ত্যজতি মিত্রাণি
সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি॥ ৪০ ॥

আবৃত অজ্ঞান দ্বারা এই লোক হয়
মাৎসর্য্য বশতঃ ইহা অপ্রকাশ রয়।
লোভবশে মৈত্রী নর করে পরিহার
সঙ্গ দোষে রুদ্ধ হয় স্বরগের দ্বার॥ ৪০॥

সাধ্যা ঊচুঃ।

সাধ্যগণ কহিলেন।

কঃ স্বিদেকো রমতে ব্রাহ্মণানাং
কঃ স্বিদেকো বহুভির্জোষমাস্তে।
কঃ স্বিদেকো বলবান্ দুর্ব্বলোঽপি
কঃ স্বিদেষাং কলহং নান্ববৈতি॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে একা সুখী কোন্ জন।
একা কেবা বহুসনে আনন্দে মগন।
দুর্ব্বল হইয়া কেবা বলবান রয়
কলহে অপটু বল কোন জন হয়॥ ৪১॥

হংস উবাচ।

হংস কহিলেন।

প্রাজ্ঞ একোরমতে ব্রাহ্মণানাং
প্রাজ্ঞ একোবহুভির্জোষমাস্তে।
প্রাজ্ঞ একোবলবান্ দুর্ব্বলোঽপি
প্রাজ্ঞ এষাং কলহং নান্ববৈতি॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে সুখী প্রাজ্ঞ যেই জন
প্রাজ্ঞ একা বহুসনে আনন্দে মগন।
দুর্ব্বল হয়েও প্রাজ্ঞ বলবান হয়
প্রাজ্ঞ জন অনভিজ্ঞ কলহে নিশ্চয়॥ ৪২॥

সাধ্যা ঊচুঃ।

সাধ্যগণ কহিলেন।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং
কিঞ্চ সাধুত্বমুচ্যতে।
অসাধুত্বঞ্চ কিন্তেষাং
কিমেষাং মানুষং মতম্॥ ৪৩ ॥

দ্বিজের দেবত্ব কিবা সাধুত্ব তাদের
কিবা অসাধুত্ব হয় বল ইহাদের।
মনুষ্যত্ব তাহাদের কিরূপ বা হয়
কৃপা করি বল শুনি খগ মহাশয়॥ ৪৩ ॥

হংস উবাচ।

হংস কহিলেন।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং
ব্রতং সাধুত্বমুচ্যতে।
অসাধুত্বং পরীবাদো
মৃত্যুর্মানুষ্যমুচ্যতে॥ ৪৪ ॥

বেদপাঠ ব্রাহ্মণের দেবত্বের পথ
ব্রত আচরণে সাধু পূর্ণ মনোরথ।
নিন্দাবাদে ব্রাহ্মণের অসাধুত্ব হয়
মনুষ্যত্ব ঘটে যাহে মৃত্যুই নিশ্চয়॥ ৪৪ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

ভীষ্ম কহিলেন।

সম্বাদ ইত্যয়ং শ্রেষ্ঠঃ
সাধ্যানাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষেত্রং বৈ কর্ম্মণাং যোনিঃ
সদ্‌ভাবঃ সত্যমুচ্যতে।। ৪৫ ।।

হংসসনে সাধ্যদের এই সম্ভাষণ
শ্রেষ্ঠ বলে সাধুগণ করেন কীর্ত্তন।
শুভাশুভ কর্ম্মযোনি এ শরীর হয়
সত্তামাত্র সত্য ইথে জানিবে নিশ্চয়॥ ৪৫ ॥

ইতি হংসগীতা সমাপ্তা।